দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 8 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৯

লক্ষ্য থেকে বহুদূরে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

রুমানা রাখি ●

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ছয় বছর পেরিয়েছে। লক্ষ্য শহীদের রক্তে অর্জিত বাংলা ভাষা প্রচার ও গবেষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, পাশাপাশি বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো রক্ষা। সেই লক্ষ্যে আইনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজ আছে মোট ২৩টি। অথচ এত দিন পর শেষ হয়েছে মাত্র একটি কাজ। তবে সেটির ফল এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া পাঁচ বছর আগে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে নির্মাণ করা হয় ভাষা জাদুঘর। সেখানে নতুন কোনো উপকরণ না থাকায় ভাষার মাসেও দেখা মিলছে না দর্শনার্থীর।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেসকো ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর পরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই বছরের ৭ ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

লক্ষ্য থেকে বহুদূরে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ১২তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২০০১ সালের ১৫ মার্চ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ সময় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানও উপস্থিত ছিলেন। এরপর ২০০৩ সালের ৬ এপ্রিল নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির উদ্বোধনের মাধ্যমে শেষ হয়। ওই বছরের ১২ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন পাস হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো আন্তর্জাতিকমানের হলেও এর গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম উন্নত নয়। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির যে পরিমাণ কাজ করার কথা ছিল তার কিছুই করছে না। এমনকি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন, সেই ভাষাসৈনিকদের সঙ্গে ইতিহাস জানার জন্য যোগাযোগ করা হয়নি।

তবে প্রতিষ্ঠার ছয় বছরে যা অর্জন হয়েছে তাকে 'যথেষ্ট' বলেই মনে করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। তার মতে, কেবল ভাষাচর্চার জন্য বিশেষায়িত এ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতি সন্তোষজনক। পর্যাপ্ত জনবল ও কারিগরি সুবিধা থাকলে কাজের গতি আরও বাড়ত। এরই মধ্যে একটি গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে, যা প্রবন্ধ আকারে বের করা হবে। গবেষণাটি নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর হারিয়ে যাওয়া ভাষা নিয়ে। একই সঙ্গে ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন দেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে হারিয়ে যাওয়া ভাষা রক্ষার্থে কী করণীয় তা বেরিয়ে আসবে বলে মনে করেন তিনি।

জানা গেছে, 'নৃ-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' নামের গবেষণাটি ২০১৫ সালের জুন শুরু হয়। এটি গত জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখনো প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করা হয়নি। একই সঙ্গে দেশের নৃ-গোষ্ঠীগুলোর ভাষার পরিস্থিতি নিয়ে সার্বিক কোনো স্বীকৃত গবেষণা এখনো বের হয়নি। আবার আইনানুযায়ী ইনস্টিটিউটের এক নম্বর কাজ হলো দেশ ও দেশের বাইরে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এক্ষেত্রে তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, আমাদের জানতে ইচ্ছে করে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি কয়টি দেশে উদযাপিত হয়। কারণ জাতিসংঘ ঘোষিত দিবস কোনো দেশ সাড়ম্বরে পালন করে আবার কোনো দেশে তা নীরবে চলে যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও ভাষী অঞ্চলের বাইরে এটি পালিত হয় বলে আমার জানা নেই। তাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রচারে ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে এমনটা মানতে নারাজ অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। তার মতে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সব দেশে পালন করার বিষয়টি খোঁজ রাখবে ইউনেসকো। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেবল ভাষা নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গোটা বিশ্বে হাতেগোনা। তা ছাড়া বিশ্বের কোন কোন দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় সেই খোঁজ রাখা ইনস্টিটিউটের পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া এখন ইউনেসকোর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনস্টিটিউটের পক্ষে বিধিবদ্ধ কাজের বাইরে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগও সীমিত।

এদিকে গত সপ্তাহে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের জাদুঘর ঘুরে দেখা যায়, দেয়ালে ঝুলছে প্রাচীন মিসরীয় ভাষার লিপি, চার হাজার বছর আগের গুহাচিত্রের প্রতিলিপি। তবে সাজানো-গোছানো আলোকোজ্জ্বল জাদুঘরটিতে রয়েছে মাত্র দুজন দর্শনার্থী। এ দুজন এসেছেন রংপুর থেকে। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শিল্পকলায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য ঢাকায় এসেছেন তারা। পাশেই মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। তাই ঘুরতে এসেছেন। তাদের অভিযোগ, মাতৃভাষার যে বিশাল ইতিহাস তার কিছুই এখানে নেই। কোনো সঠিক গবেষণাও নেই। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বলতে যা বোঝায় জাদুঘরটি দেখে তা বোঝার উপায় নেই বলেও আক্ষেপ প্রকাশ করেন তারা।

এ প্রসঙ্গে জীনাত ইমতিয়াজ আলী বলেন, ভাষা জাদুঘরে মোট ৬৬টি দেশের ভাষা ও জনগোষ্ঠীর তথ্য রয়েছে। দেশগুলোর নামের বাংলা বর্ণ ক্রমানুসারে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়েছে। সবার মধ্যে সচেতনতা ও ভাষার প্রতি ভালবাসা থেকেই আস্তে আস্তে দর্শনার্থী আসবে। তবে দর্শনার্থী কম আসে না বলেও জানান তিনি।